২৪/৩/২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩ ..

এইচএসসি'র পর এখন ভর্তি লড়াই

শিক্ষা জীবনের সূচনায় এসএসসি'র ফলাফল পরবর্তী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু পরবর্তী শিক্ষা জীবনে উচ্চতর শিক্ষার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এইচএসসি'র ফলাফলের ওপর নির্ভর করে ভাগ্যের চাবিকাঠি। এইচএসসি'র পর উচ্চ শিক্ষাস্তরে ভর্তির বিষয় এখন জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায় ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে জীবনের পিচ্ছিল অংশ। কয়েকদিন আগে এইচএসসি'র ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এখন মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বিভিন্ন লোভনীয় পেশাগত শিক্ষালাভ এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির লড়াই শুরু হচ্ছে। অনেকে পরীক্ষা শেষ করেই এ লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছেন, আবার এখন অনেকে ভর্তি কোচিং করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন।

কিছু পরামর্শ : সব কিছুতেই অগ্রগামী হতে হলে একটা গাইড লাইন দরকার। যেমন এইচএসসি'তে সবাই শর্ট কোর্সের প্রাইভেট পড়ে শুধু পড়ার ধাঁচ বোঝার জন্য। তেমনি ভর্তি কোচিং মূলত একটা গাইড লাইন। একটি কোচিং অবশ্যই কোন ছাত্রকে পড়া মুখস্ত করে দিতে বা পড়া গিলিয়ে দিতে পারে না। এমনকি পুরো কোর্স কমপ্লিটও করে দিতে পারে না। কেন না ইন্টারের যে বড় সিলেবাস, তা দুই বছরেই পুঙ্খানুরূপে শেষ করা যায় না। তারপর আরও বিগত বছরগুলোর স্টুডেন্টরা ভর্তি পরীক্ষায় সময় পেত ১ বছর। এখন সময় পাওয়া যাবে ৪-৫ মাস। আবার ভর্তি পরীক্ষার কোন সাজেশন বা কোন সিলেবাসও নেই।

সুতরাং তিন মাসে পুরো বই শেষ করতে হলে নিজেকে প্রচুর খাটতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে নিজের মেধাকেই। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা কি রকম প্রশ্ন আসে, কিভাবে পড়তে হবে– শুধুমাত্র সে ধরনের গাইড লাইনের জন্যই ভর্তি কোচিং, অন্য কিছু নয়। কোন ভর্তি কোচিং ঠিকমত পুরো সিলেবাস শেষ করে দেবে– এমন দাবী করলেও সেটা পুরোপুরি সঠিক নয়। তাই নিজে পড়তে হবে। কোনভাবেই কোচিংনির্ভর হওয়া যাবে না। এখন সমস্যা হচ্ছে কোথায় ভর্তির জন্য কোন্ কোচিং ভাল। মূলত এটা নির্বাচনের জন্য গার্জিয়ানদের পরামর্শ কিংবা গতবছর যারা কোচিং করেছে, তাদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। তবে কোচিং-এর পোস্টার কিংবা তাদের প্রচারণা কিংবা তাদের প্রসপেক্টাসে প্রলুব্ধ হওয়া যাবে না। সব কোচিং-ই নিজেদের সেরা দাবী করে আবার প্রতি বছরই তাদের সাফল্যকে সেরা সাফল্য হিসেবে দাবী করতে চায়– তাও সঠিক নয়। প্রসপেক্টাসে প্রলুব্ধ হওয়া যাবে এ কারণেই একই ছাত্রের সাফল্যকে দু'তিনটি কোচিং নিজেদের বলে দাবী করে। সব কোচিংই তাদের সাফল্য এমন হারে প্রচার করে যা অবিশ্বাস্য। আর তাই যদি হত তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে সিট ১৫০০ না হয়ে ৪০০০ কিংবা ৫০০০ হত। আবার কিছু ছাত্র আছে, যারা দু'টি কোচিং একসাথে করে কিন্তু সব ছাত্র বা বেশীর ভাগ ছাত্রই নিশ্চয়ই একসাথে দু'তিনটি কোচিং করে না। সুতরাং কোচিং প্রচারণায় প্রলুব্ধ না হওয়াই ভাল এবং কোচিংকে গাইড লাইন হিসেবে নিয়ে নিজে পড়াটাই ভাল।

□ ফখরুল ইসলাম,